মার্কিন বার্তা

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

৩ নভেম্বর ২০০৬

গ্রামীণ কৃষক ও আধিকারিকদের উদ্দেশে মার্কিন কনসাল জেনারেল হেনরি ভি জার্ডিনের ভাষণ চিঙ্গুরমারি, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর শুক্রবার, ৩ নভেম্বর ২০০৬

নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে সার্বিক গ্রামোন্নয়ণের দৃষ্টান্ত গড়ে তোলার জন্য মার্কিন সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দিয়েছে ২৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার অনুদান। আমি আজ এখানে এসে সেই অনুদানের অসাধারণ ফলাফল সচক্ষে দেখতে পেলাম। এই প্রকল্পের কাজ কর্ম দেখে আমার খুব ভাল লাগল। আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। এই প্রকল্প বহু মানুষের উপকারে আসবে। এই কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে আরও উন্নত প্রথার চাষ-আবাদ জমির ফলন বাড়াবে, আয় বাড়বে চাষী ভাইদের। সেই সঙ্গে পরিবেশের পক্ষে আরও উপযোগী উৎপাদন পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটাতে তা সাহায্য করবে। এছাড়া নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্য-সম্মত নিকাশী ব্যবস্থা এবং রান্নাবান্নার কম দূষণকারী প্রক্রিয়া গ্রামীণ জীবনে সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার পথে সহায়ক হবে।

ভারত ও আমেরিকা -- দুটি দেশেরই বেশ কিছু অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে। এগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গণতন্ত্র ও উন্নয়ণ। প্রতিটি দেশের কাছেই যা সমান গুরুত্বপূর্ণ তা হল সুশীল সমাজের কাছে উভয়ের দায়বদ্ধতা। ভারতে গোষ্ঠী জীবনের ক্ষেত্রে অ-সরকারি সংগঠনগুলি (এনজিও) যে ভূমিকা পালন করে থাকে তার প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই হল মার্কিন সরকারের ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক অনুদান কর্মসূচীর (স্মল গ্রান্টস প্রোগ্রাম) উদ্দেশ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে এমন অনুদান তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে নিছক এক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেয়েও আরও অনেক বেশি এই অনুদান কর্মসূচী। এই অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এমন কিছু কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করি যা নিজে থেকেই গতি সঞ্চার করতে পারে এবং সুশীল সমাজকে কার্যত আরও শক্তিশালী করে। নারীর ক্ষমতায়ণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিশু শ্রমের অবসান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানোর

মতো কিছু বিষয়ে ক্ষুদ্র অনুদান কর্মসূচীর নিয়মিত অবদান রয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বহু এনজিও আমাদের সহায়তা নিয়ে কাজ করে চলেছে।

আমাদের চারপাশের জীবজগৎ বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণেও উৎসাহ যোগায় মার্কিন সরকার। ২০০৫ সালে পূর্ব ভারতের ১২ টি প্রকল্পে মার্কিন সরকার ১১ কোটি ২০ লক্ষ ৫০০০ টাকা অনুদান দিয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন মৎস্য ও বন্যপ্রাণী দপ্তর চোরা শিকার রুখতে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে পশ্চিমবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গন্ডার সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। স্বাস্থ্য প্রকল্পেও মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) যৌথ গবেষণায় অনুদান দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে পূর্ব ভারতে এই খাতে দেওয়া মার্কিন অনুদানের পরিমাণ প্রায় ১২৮ কোটি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৮২৫ টাকা। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম), ইনস্টিটিউট অব মলিকিউলার মেডিসিন ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) এবং ওড়িশার ইস্পাত জেনারেল হাসপাতাল ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক্সের গবেষকরা বহু মার্কিন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করছেন। তার মধ্যে রয়েছে ম্যাসাচুসেটসের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকনমিক রিসার্চ ও হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ, বাল্টিমোরের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাদক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (আইএনএল) মিজোরাম ও পশ্চিমবঙ্গে মাদক বিরোধী অভিযানে সহায়তা করতে কম্পিউটার, ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়েছে।

পরিশেষে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।

****